মৎস্যবিষয়ক আইনসমূহ

মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব, এ সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার মৎস্যবিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত মৎস্যবিষয়ক আইনসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেয়া হলোঃ

(ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস এ্যাক্ট-১৯৫০ সাধারণভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত। নির্বিচারে পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছ নিধন মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে বিরাট অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে এ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

১. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক-

    (ক) প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া;

    (খ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের ইলিশ (যা 'জাটকা' নামে পরিচিত);

    (গ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের পাংগাস;

    (ঘ) প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটারের (১২ ইঞ্চি) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহণ বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২. চাষের উদ্দেশ্যে মাছ ধরার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে বিধিবদ্ধ ২৭ টি নদী, খাল ইত্যাদিতে নির্ধারিত সময়ে যে কোন আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৩. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল ও বিলে সুযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্পতি মাছ ধরা ও ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

ডিমওয়ালা মাছ করলে নাশ-মাছের বংশের সর্বনাশ

৪. জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল ও বিলে অস্থায়ী বাঁধ বা কোনরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫. নদী-নালা, খাল–বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং জব্দ করা যাবে।

৬. বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা যাবে না। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৭. মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৮. **ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণঃ** সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার, ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা এবং প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারী পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৯. **ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রে সংরক্ষণঃ** ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী/হাইতকান্দি পয়েন্ট, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তজমুদ্দিন/পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর কুতুবদিয়া / গন্ডামারা পয়েন্ট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালি পয়েন্টসমূহের অন্তর্গত প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

১০. মৎস্য অফিসার বা পুলিশ অফিসার (সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নহে) এর অভিযোগ বা রিপোর্টের ভিত্তিতে মৎস্য আইন ভঙ্গ করা আমলযোগ্য অপরাধ (কগনিজিবল অফেন্স)

১১. শাস্তি

    (ক) প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা।

    (খ) পরবর্তীতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

কারেন্ট জালে ধরলে মাছ-দেশের হবে সর্বনাশ

(খ) পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯

গ্রামবাংলার বেসরকারি মালিকানাধীন অসংখ্য ছোট বড় পুকুর বহুমালিকানাধীন থাকায় শরীকদের মতান্তরসহ বিবিধ কারণে অব্যবহৃত থাকা এরূপ মজা ও পতিত পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য ১৯৩৯ সালে পুকুর উন্নয়ন আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে আইনটি সময়োপযোগী করে সংশোধন করা হয়। এ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১. পতিত হিসেবে চিহ্নিত কোন দীঘি বা পুকুর প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ করে তা মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুকুর মালিককে নোটিশ দিবেন।

২. নোটিশ দেয়ার পর যদি পুকুর মালিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাছ চাষ না করেন, তাহলে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট পুকুরটিকে একটি পতিত পুকুর হিসেবে ঘোষণা করে উহা অধিগ্রহণ করবেন।

৩. অধিগ্রহণকৃত পুকুরটিতে মাছ চাষে আগ্রহী স্থানীয় কোন সংস্থা বা সমিতি বা ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (তবে ২০ বছরের বেশী নয়) তা হস্তান্তর করবেন।

৪. বহুমালিকানাধীন পুকুরের ক্ষেত্রে একজন/একাধিক অংশীদার কাংখিত সংস্কারমূলক কাজ করে মাছ চাষে আগ্রহী থাকলে হস্তান্তরকালে এরূপ অংশীদারদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫. হস্তান্তরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুকুর মালিককে পুকুর ফেরৎ দেয়া হবে।

৬. পুকুরটি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকাকালে পুকুর মালিক তার পুকুরটির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা বা ভাড়া পাবেন।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার "দি মেরিন ফিসারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩" (অর্ডিন্যান্স নং ৩৫, ১৯৮৩) জারী করেন এবং তদাধীনে "দি মেরিন ফিসারিজ রুলস, ১৯৮৩" প্রণয়ন করেন। ইহা সাধারণভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৩ নামে পরিচিত। এ আইনের উলেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

১. প্রতিটি মৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ত্রিক নৌকা)-এর জন্য নির্ধারিত ফি (সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত) প্রদান সাপেক্ষে বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারী - ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২. লাইসেন্সধারীর জন্য আহরণকৃত ও বিক্রয়কৃত মৎস্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।

৩. বিপদগ্রস্থ বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশের জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমণ নিষিদ্ধ।

জাতীয় সম্পদ ইলিশ মাছ-জাটকা ধরলে সর্বনাশ

৪. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

৫. অথরাইজড অফিসার মৎস্য নৌযান থামানো, পরীক্ষা করা, অঙ্গনে প্রবেশ করা, নৌযান বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৬. ব্যবহৃত জালের ফাঁসের আকার হবে-
   ক) চিংড়ি ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।
   খ) মাছ ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার ।
   গ) বড় ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার।
   ঘ) ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ১০০ মিলিমিটার এবং
   ঙ) বেহুন্দী জালের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

৭. মৎস্য আহরণ এলাকা-
   (ক) সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দী জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জাল দ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ এবং
   (খ) সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলার দ্বারা মৎস্য/চিংড়ি আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

৮. (ক) বিধিবদ্ধ বিনির্দেশ- এর কম ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার,
   (খ) বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং
   (গ) যে কোন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৯. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের জন্য-
   (ক) ফিসিং লাইসেন্স
   (খ) প্রয়োজনীয় সনদপত্র
   (গ) জাতীয়তা প্রদর্শনকারী পতাকা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি চিহ্ন এবং
   (ঘ) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত প্রত্যেকের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পরিচয়পত্র প্রয়োজন।

১০. মৎস্য অবতরণ ও ট্রান্সশিপমেন্টের সময় অথরাইজড অফিসারের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

১১. সরকার মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে বঙ্গোপসাগরের ৪টি মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের ২টিতে (মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস) ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (মেরিন রিজার্ভ) হিসেবে ঘোষণা করেছে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণে বিরত থাকুন

১২. বাংলাদেশের সামুদ্রিক উপকূলীয় জলসীমা এবং মোহনায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা ও অন্য প্রজাতির যে কোন ধরণের মৎস্য পোনা আহরণ ও নিধন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১৩. সামুদ্রিক আইনের বিধানাবলীর লংঘনে-শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে নৌযান বাজেয়াপ্তকরণ, জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রয়েছে।

(ঘ) দি ফিস এন্ড ফিস প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এবং মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭।

১. লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, সরবরাহ ও রপ্তাণি করা যাবে না।

২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের প্রতি ধাপে হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩. অস্বাস্থ্যকর, পচাঁ অথবা দূষিত মাছ প্রক্রিয়াকরণ অথবা রপ্তাণি করা বা সরবরাহ করা যাবে না।

৪. স্বাস্থ্যসম্মত সার্ভিস সেন্টার/অবতরণ কেন্দ্র/ডিপো/আড়তের মাধ্যমে মাছ/ চিংড়ির প্রাথমিক পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫. মাছ/চিংড়ি চাষে এমন কোন এন্টিবায়োটিক,পেষ্টিসাইড, হরমোন বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার এবং মাছ প্রক্রিয়াকরণে এমন কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না, যা মাছের গুণগতমান নষ্ট করে।

৬. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র ব্যতীত কোন মাছ রপ্তাণি করা যাবে না।

৭. প্রক্রিয়াকরণের সাথে সংশিষ্ট সমুদয় বিষয়দি পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনযোগ্য।

৮. স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র প্রদানের অযোগ্য মাছ বিনষ্টযোগ্য।

৯. নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স, স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র, নমুনা পরীক্ষা এবং আপীলের সুযোগ গ্রহণ করা যাবে।

১০. বিধিমালায় যে কোন শর্ত ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা

সরকার (শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শিম/শিনি-৩/চি-২/৯১/৩১, তারিখঃ মে ২৬, ১৯৯১) হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পূর্বক হ্যাচারি ও মৎস্যচাষকে বিনিয়োগ তফসিলে হ্যাচারি ও মৎস্য চাষ উপ-খাতে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। বিনিয়োগ বোর্ডের প্রচলিত বিধি প্রয়োজনে এ শিল্প খাতের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে।

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্য আইন মেনে চলুন

দেশের মৎস্যসম্পদ
সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করুন

প্রকাশনায় ঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ